R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd No. WB/MSD-05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং 03483/264271
M 9434637510

পাওয়ার (সুপার পেট্রল) পেট্রল, টারবোজেট (সুপার ডিজেল) ও ডিজেল-এর জন্য
অমর সার্ভিস ষ্টেশন
(Club H. P. Pump)
ওসমানপুর, ফোন 264694

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান (কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৪শ বর্ষ ৩২শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৩রা পৌষ, বুধবার, ১৪১৪ সাল। ১৯শে ডিসেম্বর ২০০৭ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা বার্ষিক : ৫০ টাকা

প্রশাসনিক প্রতিশ্রুতি বিশ বাঁও জলে—
আজও ফুলতলা এলাকা যানজটে জর্জরিত

নিজস্ব সংবাদদাতা : সম্প্রতি রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা এলাকায় বাস পোড়ানোকে ঘিরে বাস মালিকরা টানা ধর্মঘটের পদক্ষেপ নেয় দুর্গা পুজোর মুখে। এর প্রেক্ষিতে ৩ অক্টোবর বাস-ট্রেকার ইউনিয়ন, মালিক সমিতি, পুরসভার চেয়ারম্যান, প্রশাসনের সর্বস্তরের আমলাদের সভা হয়। সেখানে দীর্ঘ আলোচনায় ঈদ ও দুর্গা পুজোর কারণে কয়েকটি সর্তে যানবাহন ধর্মঘট বন্ধ রাখতে প্রশাসন থেকে অনুরোধ জানানো হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্ত পূরণে প্রতিশ্রুতির প্রচার চলে শহর জুড়ে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য রঘুনাথগঞ্জ বাস টার্মিনাস থেকে জঙ্গিপুর বাস টার্মিনাসের মধ্যে কোথাও বাস বা ট্রেকার দাঁড় করানো যাবে না বা সাগরদীঘি স্ট্যান্ডে কোন বাস-ট্রেকার দাঁড়াতে পারবে না। এছাড়া খড়খড়ি ব্রীজ থেকে গাড়ীঘাট পর্যন্ত রাস্তার দু' ধারের অবরোধকারীদের সরিয়ে দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার রাখতে হবে। কিন্তু সেই সব প্রতিশ্রুতি কোনটাই কার্যকরী হয়নি। ভাগীরথী ব্রীজের মুখ ঘিরে বা মাঝ ব্রীজে যানবাহন থামিয়ে যথারীতি যাত্রী ওঠানামা চলছেই। রাস্তার দু' ধার আজও জবরদখলকারীদের দখলে। এ প্রসঙ্গে জঙ্গিপুরের পুরপিতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য জানান— (শেষ পৃষ্ঠায়)

সারা রাজ্যজুড়ে যুব সংসদ ও প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা : পশ্চিমবঙ্গ যুব সংসদ ও প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা ২০০৭-০৮ রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত হয় ১০ ডিসেম্বর। ব্লক, পুরসভা ও জেলা থেকে রাজ্য স্তরে প্রতিযোগীদের পাঠানো হবে। সারা রাজ্যে এই অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হচ্ছে। উদ্দেশ্য ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সুনাগরিক চেতনা গড়ে তোলা এবং বিধানসভায় কিভাবে কাজ হয় তার সম্যক ধারণা সৃষ্টি করা। ১৯৯৪ সাল থেকেই গোটা দেশে এ ধরনের ওয়ার্কশপ হয়ে আসছে। অনুষ্ঠানের হোতা জঙ্গিপুর পুরসভার পুর প্রধান মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক মহঃ সোহরাব ও প্রাক্তন সাংসদ ডঃ জয়নাল আবেদিন। মৃগাঙ্ক-বাবু তাঁর বক্তব্যে 'গণতন্ত্র আজ বিপন্ন হওয়ার মুখে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। মহঃ সোহরাব বলেন, গণতন্ত্রের মূল্যবোধ কি ? তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল, একমাত্র বিরোধী সাংসদ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী একবার এক ঘন্টা বক্তব্য রাখলে (শেষ পৃষ্ঠায়)

জুয়ার আসরে ও, সিসহ পুলিশ দল জখম

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামসেরগঞ্জ থানা এলাকায় জুয়া, মদ এবং পাচার চক্র যে ভাবে দিন দিন বাড়ছে তাতে এলাকার মানুষ সকলে জানে এদের সাথে পুলিশের একটা অংশ জড়িত। তার প্রমাণ পাওয়া গেল গত ২৪ নভেম্বর রাতে নিমতিতা পঞ্চায়েত এলাকার হাসেমপুর গ্রামে জুয়ার আসরে। ঐ দিন সামসেরগঞ্জ থানার ও, সি মাসেকুর রহমান গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হাসেমপুর গ্রামে জুয়ার আসরে হানা দিলে জুয়ারীরাই পুলিশকে আক্রমণ করে। পুলিশের লাঠি কেড়ে নিয়ে পুলিশকেই মারধোর শুরু করে। জুয়ারীদের আক্রমণে ও, সিসহ পুলিশ কর্মীরা আহত হয়। একজন হাসপাতালে ভর্তি আছে। জানা যায় প্রতি বছর লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষে হাসেমপুর গ্রামে মেলা বসে এবং সেখানে আশপাশ গ্রামের জুয়ারীরা জুয়ার আসর বসায়। সারা রাত্রি চলে এই আসর। জুয়ার জন্য সামসেরগঞ্জ থানাকে একটা মোটা অঙ্কের টাকা প্রতি বছর দেয়া হয়। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ও, সির অজান্তে সামসেরগঞ্জ থানার এ, এস, আই কার্তিক কুমারের সাথে সাত হাজার টাকার বিনিময়ে জুয়া খেলার ছাড়পত্র নেয় মেলা কর্তৃপক্ষ। ও, সি মাসেকুর রহমান (শেষ পৃষ্ঠায়)

স্বর্ণচরী, বালুচরী, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান **গৌতম মনিয়া**

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)
পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৬৪, ৯৩০২৫৬৯১৯১

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা পৌষ, বুধবার, ১৪১৪ সাল।

সজাগ না হইলে

আলোচ্য নিবন্ধের শিরোনামটি সীমান্তে চোরাচালানের বিষয়। এই দুর্ভাগা দেশে একটি মাত্র ক্ষেত্রে সজাগ থাকার লক্ষণ স্পষ্ট। অন্যান্য সর্ব্ববিষয়েই আমরা নিদ্রামগ্ন, যেন কালঘুমে আচ্ছন্ন। সে নিদ্রাভঙ্গের কোনই লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

সীমান্ত দিয়া চোরাকারবার এই মহকুমার সামসেরগঞ্জ, সুতি, রঘুনাথগঞ্জ, সাগরদীঘি ও ফরাক্কা থানায় চলিয়াছে অব্যাহত গতিতে। চাল, গরু প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে বাংলাদেশে পাচার করা হইতেছে। পুলিশের পক্ষ হইতে বমাল পাচারকারীদের কোর্টে চালান দেওয়া হইলেও তাহারা শাস্তি পায় না। সীমান্তের পাঁচ কিমি এলাকা সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন থাকায় বি এস এফ-এর সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া পাচারকারীদের দোষী প্রমাণ করা যায় না। সীমান্তের বিশেষ বিশেষ এলাকার কিছু মানুষ ব্যবসায়ী-লাইসেন্সধারী হওয়ায় বাহির হইতে বিভিন্ন মালপত্র ক্রয় করিতে পারে। সীমান্ত এলাকার গুদাম হইতে ঐ সব রক্ষিত মালপত্র সুযোগমত বাংলাদেশে প্রেরণ করিয়া থাকে। সীমান্তে চোরাচালান বন্ধের জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট পর্যায়ে আলোচনা মাঝে মধ্যে হইলেও তাহাতে পুলিশ তরফের কোন প্রতিনিধি থাকে না বলিয়া জানা যায়। সুতরাং আলোচনায় সামগ্রিক সুবিধা-অসুবিধা বিশ্লেষণের সুযোগ নাকি থাকে না।

শুধু এই মহকুমা বা জেলা নয়, সারা রাজ্যে সীমান্ত এলাকায় সাধারণ মানুষদের একটা অংশ এই সুযোগ গ্রহণ করিতেছে। বি এস এফ এবং রাজনৈতিক নেতারা তৎপর হইলে কিছুটা কাজ হয়। সীমান্ত দিয়া শুধু চাল, গরু ইত্যাদি নয় মানুষের যাতায়াতও হয়? বিশেষ জঙ্গি প্রশিক্ষণের জন্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র বিস্ফোরাদি লইয়া ভারতের নানা জায়গায় স্বদেশী ও ভিনদেশী জঙ্গি ছড়াইয়া পরিতেছে এবং নানা অঘটন ঘটাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে, পাঞ্জাবে, কাশ্মীরে সর্বত্র ভিনদেশী মানুষে ছয়লাপ হইতেছে। নির্বাচনের সময় বহু ভিনদেশী দিব্যি এদেশী সাজিয়া সহায়তা প্রদান করিতেছে। ভোট পাইবার তাগিদে নেতাদের চোখ খুলিতেছে না। কিন্তু জাগিয়া ঘুমাইলে সত্যই একদিন চিরনিদ্রা আসিবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

চিকিৎসা বিচিত্রা

অনুপ ঘোষাল

এমন দুটো নাম করুন তো যাদের আমরা ভয় পাই, অথচ না হলেও চলে না! ওষুধ ও ডাক্তার। যদিও জানি, যদি আসে ডাক তাঁর কী করবে ডাক্তার। তবু আমাদের ডাক্তারের চেম্বারের সামনে লাইন লাগিয়ে বসে না থাকলেই চলে না। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

ডাক্তারও আবার কত রকম—শিশুর ডাক্তার, বুকের ডাক্তার, হাড়ের ডাক্তার, চোখের ডাক্তার; নাক কান গলা মিলে একটি ডাক্তার তাই রক্ষে—ভবিষ্যতে নির্ঘাৎ আলাদা হয়ে যাবেন। শুধু শিশুর ডাক্তার থাকবে না, থাকবে কিশোরের ডাক্তার, যুবকের ডাক্তার (যুবতীরও আলাদা), প্রৌঢ়র ডাক্তার, বৃদ্ধের ডাক্তার। এমন দিনও দূরে নয় যখন হয়ত সাধারণ সর্দিকাশির জন্য ডাক্তারবাবুর কাছে যেতে তিনি বলবেন, 'উঁহু, আমি তো কাশি দেখি না। আমি হাঁচি স্পেশালিষ্ট, কেবল হাঁচি। কোন ডাক্তার আছেন তিনি শুধু হাসি স্পেশালিষ্ট, যে কোন রোগেই রোগীকে দেখে একগাল হেসে বলেন, কোন ভয় নেই, সেরে যাবে। তেমন ভরসায় সেরে যায়ও বৈকি! আবার এমন ডাক্তারও আছেন—ঝোলা গোঁফ, ইয়া ভুঁড়ি, দশাসই চেহারা। যাঁর বাজখাঁই গলাতে চমকে উঠে আপনার প্রাণপাখি খাঁচাছাড়া। তিনি বলেন, 'রোগকে ধমকে তাড়াবার জন্যেই এই হুঙ্কার দিই, রোগকে ভড়কে দিতেই এই ভয়ঙ্কর চেহারা।' সে চেহারা এবং হুঙ্কার রুগি সইতে পারে তো বেঁচে গেল, রোগ ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি বলে পালাবে।

এই স্পেশালিষ্টের যুগে আমাদের গ্রামে এক সর্ববিশারদ ডাক্তার ছিলেন। হাতুড়ের গর্ব। নাম কাশী সেন। মির্জাপুর বাজারে চায়ের দোকান চালাতেন। শহর থেকে চা-চিনি, শস্তা মনোহারি মালের সঙ্গে ক'পাতা সারিডন, ক্রোসিন, এন্টারোকুইনলও কিনে রাখতেন। গরিবগুর্বোরা জানত কাশী সেনের হাতযশ। তারা এক কাপ চা খেয়ে রোগের কথাও পাড়ত। কাশীদাও নাড়ি টিপতেন, ওষুধ দিতেন। বাড়তি পয়সা নিতেন না, শুধু ওষুধের দাম। এটা তাঁর শখ। লোকে বলত, 'কাশী ডাক্তার গরিবের মা-বাপ।' কাশী সেন মাথাধরায় সারিডন, পেট কামড়ানোয় এন্টারোকুইনল এবং জ্বরজ্বালায় ক্রোসিন দিতেন। গাঁয়ের মানুষের সাধারণতঃ এই তিনটের বাইরে রোগ হোত না। হলেই বিপত্তি! একদিন ১ জন এল ফোঁড়া নিয়ে। ফাটছে না, যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। রোগী ছাড়বার পাত্র কাশী সেন নন। বললেন, 'নিমপাতা ফুটিয়ে জলটা দিয়ে ফোঁড়া ধুয়ে এই ট্যাবলেটটা গুঁড়ো করে নারকোল তেল দিয়ে ফেটিয়ে লাগিয়ে দাও, সেরে যাবে।' বলে তিনটে এন্টারোকুইনল দিয়ে তিন আনা দাম নিলেন। আমি হাসি চাপতে পারছিলাম না। রুগি চলে যেতেই কাশীদা বললেন, 'ফোঁড়া ফেটে যাবেই। নিমপাতার গুণে শুকিয়েও যাবে।' পরদিন অবাক কান্ড। লোকটা হাসিমুখে এসে জানিয়ে গেল—ফোঁড়াটা (৩য় পৃষ্ঠায়)

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

রেশন বণ্টনে দুর্নীতির শেকড় কত গভীরে

শাসক দল ও সরকার রেশন রোষ সম্পর্কে নিরুদ্বেগে রয়েছেন। কারণ এই আন্দোলন এখন পর্যন্ত আমজনতার স্বতঃস্ফূর্ত অসংগঠিত ছাড়া কিছুই নয়। তারা ভেবে নিয়েছেন দলীয় ক্যাডার আর পুলিশ দিয়ে অসংগঠিত জনগণের বেয়াদবি ঘুঁচিয়ে দিতে সক্ষম হবেন। রেশন বঞ্চিত গ্রামবাসীদের পাশেও আছেন, আবার ধান্দাবাজ দুর্নীতিগ্রস্ত রেশন ডিলারদের পিছনেও আছেন। একদিকে সালিশী সভায় মাতব্বরি, অন্যদিকে বন্দুক হাতে প্রতিরোধ। রেশন কান্ডে এই দুই ভূমিকায় নিচ্ছে শাসক দল। দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার এবং অপর প্রতিবাদীদের শায়েস্তা করার উভয়বিধ অধিকারই তারা নিজের হাতে রাখতে চায়। একদিকে গ্রামাঞ্চলের রেশন বঞ্চিত মানুষ ডিলার বিরোধী বিক্ষোভে যুক্ত হয়ে পড়েছে, অন্যদিকে ক্ষমতাসীন দল চাইছে দুর্নীতি পরায়ণ রেশন ডিলারদের রক্ষকের ভূমিকা পালন করতে। এত উত্তেজনার মধ্যেও রেশন ডিলারদের এই বেপরোয়া আচরণ চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে দুর্নীতির শেকড় কত গভীরে। শাসক দলের প্রশ্রয় না থাকলে রেশন ডিলারদের এতটা বেপরোয়া হওয়া সম্ভব হতো না। রাজ্য প্রশাসন গুরুত্ব বুঝলেও সমস্যা সমাধানে অসহায়—অপারগ।

ইনতেখাবজ্জামান, ফরাক্কা

সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও স্বাধিকার রক্ষা কমিটির সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও স্বাধিকার রক্ষা কমিটির এক সভা গত ২ ডিসেম্বর উমরপুরে হয়ে গেল। সেখানে সভাপতিত্ব করেন মৌলানা আবদুল হাকিম। কমিটির মূল উদ্দেশ্য, সংখ্যালঘুদের শিক্ষার প্রসার, কর্মের সংস্থান ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন বক্তা আলোচনা করেন। আলোচনায় উঠে আসে মুর্শিদাবাদে ৬০ লক্ষ মানুষের মধ্যে প্রায় ৪০ লক্ষ সংখ্যা লঘু। অথচ চাকরীর ক্ষেত্রে ২% বেশী সুযোগ পায়নি। এস সি, এস টির ক্ষেত্রেও করুণ অবস্থা। এ ছাড়া সন্ত্রাসী তৎকমা লাগিয়ে সংখ্যা লঘুদের হেনস্থা করা হচ্ছে পদে পদে।

বাস-বাইক সংঘর্ষে আহত দুই

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ৪ ডিসেম্বর বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ ধুলিয়ান ডাকবাংলো মোড়ে একটি সরকারী বাসের সঙ্গে বাইকের ধাক্কায় দু'জন গুরুতর জখম হন। তাদের তারাপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদের একজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় মালদা সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় বলে তারাপুর হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়। বাসটি মালদহ থেকে কলকাতা যাচ্ছিল।

স্টুডেন্টস ইসলামিক অর্গানাইজেশন অফ ইণ্ডিয়ার যুব-ছাত্র র‍্যালি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সম্প্রতি ধুলিয়ান ঘোষপাড়া ময়দানে সমসেরগঞ্জ ব্লক এস-আই-ওর উদ্যোগে ছাত্র-যুব সমাবেশ হয়ে গেল। নেতৃবৃন্দ তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যথা—শিক্ষার পুনঃ মূল্যায়নে জনমত গঠন, শিক্ষার গৈরিকীকরণে বাণিজ্যিকীকরণে, বেসরকারীকরণে, সর্বস্তরে ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে, শিক্ষার উপযুক্ত পরিকাঠামো ও উন্নয়নের দাবীতে, মাদ্রাসা শিক্ষার চরিত্রহণনের প্রতিবাদে ছাত্র-যুবকদের সচেতন করা এবং অধিকার আদায়ের প্রেক্ষিতে সমাবেশে রাজ্য সভাপতি মহঃ আসগার আলী মন্ডল এস আই ও পশ্চিমবঙ্গ জোন, প্রাক্তন অল ইন্ডিয়া প্রেসিডেন্ট ডাঃ মোহাঃ ফাইসাল সালহি প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

চিকিৎসা বিচিত্রা (২য় পৃষ্ঠার পর)

বসে গেছে, কোন ব্যথা নেই। কৃতজ্ঞতায় দুটো টাকা দিতে চাইল। কাশীদা কিছুতেই নিলেন না। রুগিরা বলত, টাউনে গিয়ে প্র্যাকটিশ জমালে কাশী-ডাক্তার বাঘা ডাক্তারের ভাত মেরে দেবে। এ রকম দেখেছি—বাতের ব্যথায় ক্রোসিন গুঁড়ো কাপড়ের পুঁটলিতে বেঁধে হারিকেনের তাপে সেঁক দেয়া, কেটে গেলে সারিডনের গুঁড়ো চেপে দিয়ে রক্ত বন্ধ করা....কত বলব!

কাশী সেনের যুগ শেষ। প্রত্যন্ত গ্রামের নিরক্ষর বধূটিও এখন পেট ব্যথার জন্য গাইনির শরণাপন্ন হচ্ছেন। সাত রকমের ওষুধ। সেগুলি সেবনের পর তেত্রিশ রকমের প্রতিক্রিয়া। প্রতিক্রিয়া সামলাতে পাঁচদিন পর আরো নটি দাওয়াই। যত বড় যাঁর প্রেসক্রিপশন, তিনি তত বড় ডাক্তার। তিন রকম অ্যান্টিবায়োটিক, দু' সেট ভিটামিন, এক প্রস্থ অ্যানালজেসিক, এবং দু পাতা ঘুমের ওষুধ। অসুখ তেমন ঘোরালো হলে ঝেড়ে দেন ষ্টেরয়েড। কোন রোগ যেন ফসকে না যায়। চারিদিক ঘিরে প্রেসক্রিপসন। এত ওষুধের ধাক্কায় রুগি যদি বেঁচে থাকে তবে জ্বর ছাড়ার পর ছ বোতল টনিক। ব্যস ফিট্! রুগি তো ফিট্, এদিকে রুগির ঘটিবাটি ফর্সা হয়ে গেল। রোগ থেকে বেঁচে গেলেও দেনার দায়ে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়তে হবে। বেচারা অসুখে মরলে গলায় ফাঁসের ব্যথাটা লাগত না।

গরিষ্ঠ চিকিৎসক বিধান রায়ের একটা গল্প দিয়ে শেষ করি। সবাই জানেন, উনি রোগীকে বিশেষ ওষুধপত্তর দিতেন না। অদ্ভুত সব দাওয়াই বাতলাতেন তিনি, যাকে বলে ন্যাচারোপ্যাথি। স্বাভাবিক ভাবেই বহু রোগীকে সারিয়ে তুলে তিনি কিংবদন্তী হয়ে গিয়েছিলেন। নাছোরবান্দা রোগীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলতেন, 'যাবে, নিশ্চয় ডাক্তারের কাছে যাবে—ওঁদের তো বাঁচতে হবে। তোমরা না গেলে ওঁরা বাঁচাবেন কী করে? তারপর প্রেসক্রিপসন নিয়ে অবশ্যই যাবে ওষুধের দোকানে, ওষুধঅলাদেরও তো বাঁচতে হবে। তারপর ওষুধগুলো কিনে ডাষ্টবিনে ফেলে দিতে যেন ভুলো না! কারণ তোমাকেও বাঁচতে হবে।'

WITH BEST COMPLIMENTS OF

DEV FAMILY

Bangalore-560075

স্বয়ংক্রিয় বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম করপোরেশন লিঃ এর পূর্বাঞ্চলীয় বিভাগের প্রধান এস, জয়কৃষ্ণণ গত ১১ ডিসেম্বর জঙ্গিপুরের অমর সার্ভিস ষ্টেশন-এ স্বয়ংক্রিয় বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন। ক্রেতাদের দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণে এটি সাহায্য করবে। জেলার মধ্যে এটিই প্রথম বলে জানা যায়।

এলাকা যানজটে জর্জরিত (১ম পৃষ্ঠার পর)

পি ডবলিউ ডি ব্রীজের নীচের বা রাস্তার ধারের জায়গা পুরসভাকে হস্তান্তর করলে আমরা ঘর তৈরী করে উচ্ছেদকারী ব্যবসায়ীদের মধ্যে বন্টন করতে পারবো। কিন্তু এ ব্যাপারে অনেকদিন ধরে চেষ্টা করেও কাজের কাজ কিছু হয়নি।

পুলিশ দল জখম (১ম পৃষ্ঠার পর)

খবর পাওয়ার পর জুয়ার আসর ভাঙতে যায়। জুয়ারীরা পুলিশকে আক্রমণ করবে সেটা ওসির ধারণার বাইরে ছিল। জুয়ারীদের আক্রমণে আহত হলেও ওসি তার সার্ভিস রিভালবার থেকে কোন গুলি করেননি বা অন্যদের গুলি চালানোর অর্ডার দেয়নি। যদিও পরে বিশাল পুলিশ বাহিনী সেখানে যায় এবং আহত পুলিশ কর্মীদের উদ্ধার করে নিয়ে আসে। ও, সি ১৫০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। সংবাদ লেখা পর্যন্ত ৯ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। বাকিরা পলাতক। কার্তিক কুমারের বিরুদ্ধে জুয়ারি, মদ বিক্রেতা ও কালো-বাজারীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার বহু অভিযোগ আছে। সামসেরগঞ্জ থানার ধুলিয়ানে ব্যাপক মদ ও জুয়া এলাকাকে দিনের দিন দূষিত করছে। এর প্রতিরোধে এলাকার মানুষ ওসির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা (১ম পৃষ্ঠার পর)

সমস্ত কংগ্রেস দল তাঁর বিরোধীতা করে। তখন নেহেরু বলেছিলেন আমরা যখন বক্তব্য রাখি তখন পার্লামেন্ট শোনে, আর শ্যামাপ্রসাদবাবু যখন বক্তব্য রাখেন তখন সমগ্র জাতি শোনে। এটাই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিরোধীকে সম্মান দেওয়া। আজ এই অনুষ্ঠানে আমাকে ডাকায়, আমি পুর প্রধান মৃগাঙ্কবাবুকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ডঃ জয়নাল আবেদিন তাঁর বক্তব্যে গণতন্ত্রে এ ছাড়া কোন সম্যক উপলব্ধির পথ নেই বলে জানান। একই অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭) ১৫০ বছর পূর্তি উৎসব ও ক্ষুদিরামের জন্মশতবর্ষ পালন করা হয়। প্রতিযোগী হিসাবে পাঁচটি স্কুল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের নাম ধার্য করা হয়। সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মানিক চট্টোপাধ্যায়। প্রতিযোগিতা ও যুব সংসদ বিষয়ক সমস্ত প্রতিযোগিতায় একক ও স্কুলগতভাবে প্রথম হয় রঘুনাথগঞ্জ গার্লস হাই স্কুল। কেবলমাত্র প্রশ্নোত্তরে প্রথম হয় জঙ্গিপুর মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসা। রঘুনাথগঞ্জ বয়েজ ও জঙ্গিপুর হাই স্কুলের প্রতিযোগীরা বিচারে তুষ্ট হতে পারেনি বলে খবর।

বামফ্রন্ট সরকারের

গৌরবময় ৩০ বছর

শিল্পায়নে নতুন গতি

শিল্প বিনিয়োগে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের প্রথম পাঁচটি রাজ্যের অন্যতম। রাজ্যে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের সংখ্যা বিপুলভাবে বাড়ছে। সাফল্য এসেছে লোহা, ইস্পাত, কেমিক্যাল, কৃষিভিত্তিক শিল্পে। পাশাপাশি তথ্য প্রযুক্তি ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পেও প্রভূত উন্নতি হয়েছে। বাড়ছে কর্মসংস্থান।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জনজীবনে অগ্রগতির রূপকার

স্মারক নং ৮৩৪ (২১) তথ্য/মুর্শিদাবাদ তাং ৩-১২-০৭

আমাদের প্রচুর ষ্টক—
তাই মাঘ-ফাল্গুনের বিয়ের কার্ড
পছন্দ করে নিতে হলে সরাসরি
চলে আসুন।

নিউ

কার্ডস কেয়ার

(দাদাঠাকুর প্রেস)

রঘুনাথগঞ্জ (ফোন ঃ ২৬৬২২৮)

যে কোন উৎসব অনুষ্ঠানে একটিই নাম—হলদিরাম

কল্পতরু

বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি ও ভুজিয়া সরবরাহকারক

রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি মোড়, মুর্শিদাবাদ

ফোন ঃ ৯২৩২৫৩৫৯৯৬ (দোকান) মোবাইল ঃ ৯৪৩৩৬১০৪৬২

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।